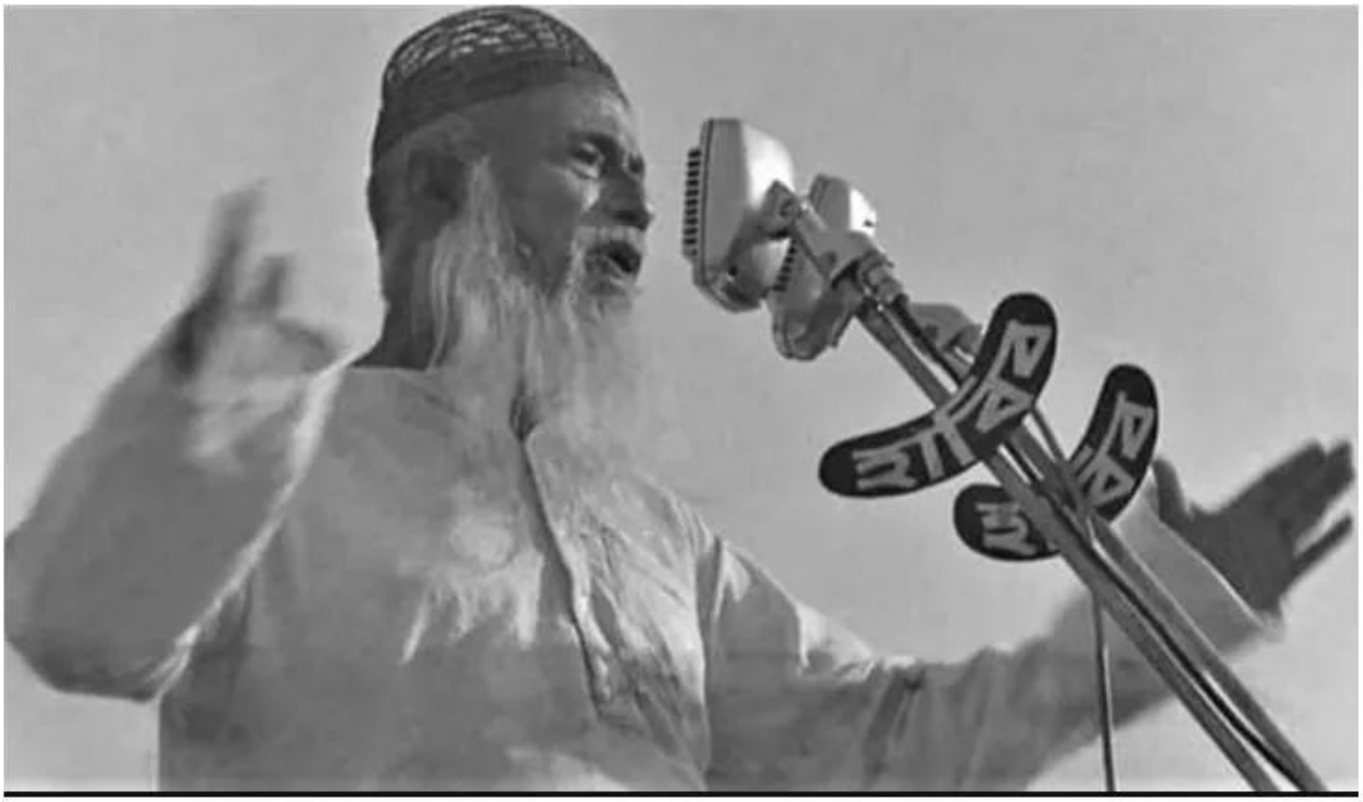
মজলুম জননতো মওলানা ভাসানীর ৫০তম মৃত্যুবার্ষকিী

লখেক: প্রকাশক | প্রকাশতি: 16 November 2026, 07:47 PM | বভিাগ: জাতীয়



মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

আফ্রো-এশয়িা ও লাতনি আমরেকিার বুভুক্ষু মানুষরে মুক্তরি দশিারী, উপমহাদশেরে বদ্রিোহী ও প্রগতশিীল রাজনীতরি অন্যতম পুরোধা, সাম্রাজ্যবাদ ও আধপিত্যবাদবরিোধী সংগ্রামরে আপসহীন সপিাহসালার মজলুম জননতো মওলানা আবদুল হামদি খান ভাসানীর ৫০তম মৃত্যুবার্ষকিী মঙ্গলবার (১৭ নভমে্বর)।

১৯৭৬ সালরে এই দনিে ঢাকার তৎকালীন পজিি হাসপাতালে চকিৎিসাধীন অবস্থায় তনিি শষেনশি্বাস ত্যাগ করনে। পরে টাঙ্গাইলরে সন্তোষে তাঁকে চরিনদ্রিায় শায়তি করা হয়।

দবিসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনে টাঙ্গাইলরে সন্তোষ ও রাজধানী ঢাকাসহ সারা দশেে নানা কর্মসূচি নওেয়া হয়ছে।

ইতোমধ্যে সন্তোষে মাজার প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে সাত দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী ‘ভাসানী মেলা’। টাঙ্গাইলের সন্তোষে অবস্থিত মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সংলগ্ন মাজার প্রাঙ্গণে সাত দিনব্যাপী ভাসানী মেলাকে কেন্দ্র করে সন্তোষ এলাকায় ভক্ত, অনুসারী ও সাধারণ মানুষের ঢল নেমেছে। পাশাপাশি টাঙ্গাইল শহরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ব্যানারে মওলানা ভাসানীর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা সভা এবং স্মরণানুষ্ঠান চলছে।

বুজুর্গ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে মঙ্গলবার সকাল থেকেই মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ফাতেহা পাঠ ও বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে দিনের মূল কর্মসূচি শুরু হবে। মরহুমের পরিবার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ভাসানী ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে দিনব্যাপী আলোচনা সভা, ওরস ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

এদিন দেশের বিশিষ্টজনরা মাজার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ও আলোচনা সভায় যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলার ধানগড়া গ্রামে হাজী শরাফত আলী খানের ঘরে জন্ম নেন আবদুল হামিদ খান। শৈশবে পিতামাতাকে হারিয়ে চরম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিনি বেড়ে ওঠেন। প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি ভারতের ঐতিহাসিক দারুল উলুম দেওবন্দে ইসলামি দর্শন ও সমাজতত্ত্বে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন। টাঙ্গাইলের কাগমারিতে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও তাঁর মূল ঠিকানা ছিল মেহনতি মানুষের কাতার।

পরবর্তী সময়ে আসামের ধুবড়ী জেলার ‘ভাসানচর’-এ বসবাস এবং সেখানে প্রজাস্বত্ব ও কৃষক আন্দোলনে অবিস্মরণীয় নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে কৃতজ্ঞ জনতা তাঁকে ‘ভাসানী’ উপাধিতে ভূষিত করে।

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন মূলত এ অঞ্চলের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও মুক্তির ধারাবাহিক ইতিহাস। তাঁর রাজনীতির প্রতিটি বাঁকে রয়েছে দূরদর্শিতা ও আপসহীনতার ছাপ। ব্রিটিশ আমলে আসামের কুখ্যাত ‘লাইন প্রথা’ ও বাঙালি খেদাও আন্দোলনের বিরুদ্ধে তিনি দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ এবং কৃষকের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর সংগ্রাম ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে আছে। ১৯৪৭ সালের সিলেট গণভোটে সিলেটকে পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত করার আন্দোলনে তিনি সম্মুখসারিতে থেকে নেতৃত্ব দেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ’ এবং তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে অসাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতিকে আরও সুসংহত করতে ১৯৫৭ সালে তিনি ন্যাশনাল

আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম প্রধান সংগঠক হিসেবে তিনি কারাবরণ করেন।

১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের সন্তোষে ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনে পশ্চিমি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও বিমাতাসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম ঐতিহাসিক 'আসসালামু আলাইকুম' উচ্চারণ করেন। এর মধ্য দিয়েই তিনি মূলত পূর্ব বাংলার আসন্ন স্বাধীনতার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালের উত্তাল গণঅভ্যুত্থানে তিনি রাজপথে নেমে এসে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করেন।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি হিসেবে বিশ্বজনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় এবং পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষায় ১৯৭৬ সালের ১৬ মে ৯৬ বছর বয়সে তিনি ঐতিহাসিক ফারাক্কা লং মার্চের নেতৃত্ব দেন। বার্ধক্যকে জয় করে তাঁর এই পদযাত্রা বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ক্ষমতার মসনদ তাঁর কাছে কখনোই আরাধ্য ছিল না বরং ক্ষমতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠাই ছিল তাঁর আজীবনের ব্রত। কৃষক-শ্রমিকের অধিকারের প্রশ্নে আপসহীন অবস্থানের কারণে তিনি বিশ্বজুড়ে 'মজলুম জননেতা' ও 'লাল মওলানা' হিসেবে পরিচিতি পান। ছনের ঘরে বসবাস আর অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপনের মাধ্যমে তিনি ত্যাগের এক অনন্য নজির স্থাপন করে গেছেন।

জাতীয় জীবনে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৭ সালে তাঁকে মরণোত্তর 'স্বাধীনতা পুরস্কার' এবং ২০০২ সালে 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হয়।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।